হিন্দু ধর্মে যিশু?

হিন্দু ধর্মে যিশু ?

লেখক - সমীর কুমার মণ্ডল

প্রকাশক - হর গুরু সেবাশ্রম সঙ্ঘ
(বেতাই, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ)

প্রকাশকাল : ৮ই আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)

সূচিপত্র

ভূমিকা

ভারতবর্ষ একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তাই ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার গুলির মধ্যে প্রতিটি মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের এই ধারা গুলির দ্বারা মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মাচরণকে মূলত উৎসাহিত করা হয়েছে। এই জন্য ভারতে প্রতিটি মানুষ নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মীয় মতের পালন ও প্রচার করতে পারেন।

কিন্তু ভারতে কতিপয় এমন কিছু বিধর্মী মানুষ আছেন যারা ধর্ম সমন্বয়ের আড়ালে কতগুলি ভ্রান্ত ও একতরফা মতের প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ হিন্দুদের বিভ্রান্ত করেন এবং তাদের ধর্মান্তরকরণের জন্য প্ররোচিত করেন। এটা খুব দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এমন কিছু বিশিষ্ট নামধারী হিন্দু বিজ্ঞ জন আছেন, যারা নিজেদের স্বার্থ পূর্তির আশায় তাদের এই প্রচেষ্টাতে শরিক হন এবং এইসব বিতর্কিত মত প্রচারে তাদের সাহায্য করেন।

ঠিক এমন একটি বিতর্কিত মত হল "হিন্দুধর্মে যিশুখ্রিস্টের উল্লেখ আছে", যা সম্ভবত কিছু অসাধু খ্রিস্টান ভাইরা বিভিন্ন সামাজিক আন্তর্জাল যেমন - ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল ব্লগার ইত্যাদিতে ছড়িয়ে রেখেছেন। তারা এগুলি প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ হিন্দুদের বোঝাতে চায় হিন্দুশাস্ত্রে

যিশুখ্রিস্টের উল্লেখ আছে এবং যিশুখ্রিস্ট একজন হিন্দু আরাধ্য। এর মাধ্যমে তারা যেমন একদিকে হিন্দু খ্রিষ্টান ধর্ম সমন্বয় করেন, অপর দিকে এই ধর্ম সমন্বয়ের আড়ালে সাধারণ হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণের জন্য প্ররোচিত করেন। এইসব বিতর্কিত প্ররোচিত মত গুলির মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে? ইহা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। তাই পুস্তকটিকে প্রথম থেকে শেষ অবদি ভালোভাবে পড়ুন এবং এইসব বিতর্কিত মত সম্পর্কে সচেতন হন, যাতে এইসব মিশনারি চক্রান্তের সম্মুখীন আপনাদের হতে না হয়।

কে এই যিশু?

যিশু হলেন খ্রিষ্টান ধর্মের মূল প্রবক্তা এবং মুসলমান ও ইহুদিদের একজন সম্মানীয় পয়গম্বর। যিশুর প্রদত্ত উপাধি 'খ্রিস্ট' থেকে খ্রিস্টধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন যিশু ঈশ্বরের পুত্র এবং বাইবেলের পুরাতন নিয়মে পূর্বোক্ত মসিহ, কিন্তু মুসলমানরা যিশুকে শুধুমাত্র আল্লার নবী হিসেবে মান্য করেন, আল্লার পুত্র হিসাবে নয়। খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের প্রচলিত কাহিনী মতে যিশু খ্রিস্টপূর্ব ৪ অব্দ নাগাদ যোশেফের স্ত্রী মরিয়মের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের কাহিনী মতে যোশেফ তাঁর স্ত্রী মরিয়মের সাথে মিলিত হওয়ার আগে তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। এই কারণে যোশেফ মরিয়ম কে গোপনে ত্যাগ করার উদ্যোগ নেন, কিন্তু স্বপ্নের ভিতরে যোশেফ জানতে পারেন যে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছেন ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এই কারণে যিশু কুমারী মাতা মরিয়মের পুত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন প্যালেস্টাইনের বেথলেহেমের শহরে। সেই সময় বেথলেহেমের ছিল হেরোদ রাজার শাসনাধীন। হেরোদ কতিপয় জ্যোতিষীর মাধ্যমে জেনেছিলেন শিশুর জন্মের পর তার রাজত্বের অবসান হবে, এই নিয়ে তিনি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এর কিছুদিন পরে প্রাচ্য দেশের কয়েকজন ভাববাদী পণ্ডিত যিশুর জন্মের কথা জানতে পারেন এবং আকাশে নবতারার উদয় দেখে কল্পনা করেন যিশুর জন্মগ্রহণের

কথা। তাঁরা যিশুকে দেখার জন্য হেরোদের রাজ দরবারে আসেন, এই সময় হেরোদ বিষয়টি জানতে পেরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বেথলেহেমের এবং তৎসংলগ্ন স্থানের সকল ২ বৎসর বা তার চেয়ে কম বয়সের সকল বালককে হত্যা করার আদেশ দেন। কিন্তু যোশেফ কোনো ভাবে বিষয়টি জেনে যান এবং মরিয়ম ও যিশুকে নিয়ে নাসারৎ নামক স্থানে চলে যান। এই স্থানে যিশু বড় হন বলে তিনি নাসারতের যিশু নামে পরিচিতি লাভ করেন।

এরপরের যিশুর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে বহু বিতর্ক আছে, সম্ভবত তিনি নাসারতে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। যিশুর বয়স যখন প্রায় ৩০ বছর, এই সময় তিনি John the Baptist-এর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন, পরে তিনি এক নির্জন জায়গায় চলে যান। প্রচলিত কাহিনী মতে সেখানে ৪০দিন রাত প্রার্থনা এবং উপবাসের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের দর্শন পান। এরপর নির্জন বাস থেকে ফিরে যিশু প্রকাশ্যে তাঁর ধর্ম প্রচার শুরু করেন। প্রচলিত কাহিনী মতে তাঁর প্রচার কার্যের সময় তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখাতেন মানুষের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য। অনেক লোক তাঁর অনুসারী হয়, তাদের মধ্যে ১২ জন ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য। তিনি এই ১২জন শিষ্যকে ধর্মপ্রচারের জন্য নানাদিকে প্রেরণ করেন। তাঁরা নানা ধরনের উপমা গল্প ইত্যাদির দ্বারা, নিজেদের ধর্মমত কে সাধারণ মানুষদের কাছে তুলে ধরতেন।

ধর্ম প্রচারের সূত্রে যিশু জেরুজালেম আসেন। এখানে তাঁর সাথে রাজশক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনি ইহুদী পুরোহিতদের সকল আজ্ঞা অগ্রাহ্য করে নিজের মত প্রচার করা শুরু করেন। ফলে যিশুর বিরোধী পক্ষরা তাঁর শাস্তির জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন। যিশুর মতবাদ প্রচারে ইহুদিরা এবং রোমের শাসকরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। যিশু যখন ইহুদিদের Passover উৎসবে যোগদানের জন্য জেরুজালেমে যান তখন জনগণ তাঁকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানায়। কিন্তু পরে তাকে বন্দি করা হয় এবং ইহুদিদের সর্বোচ্চ আদালত Sanhedrin কর্তৃক ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরে তাঁকে রোমানদের জুদাইয়া অঞ্চলের শাসক Pontius Pilate-এর সম্মুখে আনা হয় এবং তিনিও তাঁর মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা অনুমোদন করেন। বিচার শেষে যিশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য রাজ্যপালের সৈন্যদের হতে তুলে দিলেন। সৈন্যরা যিশুকে প্রথমে রাজভবনের সভাগৃহে নিয়ে গিয়ে, যিশুর নিজস্ব পোশাক খুলে নিলো। এরপর তাঁকে একটা লাল রঙের পোশাক পরানো হলো। এরপর কাঁটা লতা দিয়ে একটা মুকুট তৈরি করে তা তাঁর মাথায় চেপে বসিয়ে দিল তারা। এরপর ক্রুশে বিদ্ধ করার জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। এরা প্রথমে যিশুকে মাদক দ্রব্য মেশানো তিক্ত দ্রাক্ষারস পান করতে দিল; কিন্তু তিনি তা সামান্য আস্বাদ করে আর খেতে চায়লেন না। এরপর যিশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করে তাঁর জামা কাপড় খুলে নেওয়া হল। সৈন্যরা তাঁর বিরুদ্ধে

আনা অভিযোগের ফলকটি তাঁর মাথার উপরে ক্রুশে লাগিয়ে দিল। এই সময় নানা ধরনের লোক নানাভাবে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা শুরু করল। বাইবেলের মতে (মথি ২৭:৪৪-৫২) সেই দিন দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকারে ঢেকে রইল। প্রায় তিনটের সময় যিশু খুব জোরে বলে উঠলেন "এলি এলি লামা শবক্তানী" যার অর্থ 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?'। যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন একথা শুনে বলতে লাগল "ও এলীয়কে ডাকছে" তাদের মধ্যে একজন তখন দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ কতকটা সিরকায় ডুবিয়ে দিয়ে একটা নলের মাথায় সেটা লাগিয়ে তা যিশুর মুখে তুলে ধরে তাকে খেতে দিল। কিন্তু অন্যরা বলতে লাগল "ছেড়ে দাও, দেখি এলীয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না?"। পরে যিশু আর একবার খুব জোরে চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। প্রচলিত কাহিনী মতে এরপর সেখানে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হতে থাকে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে আরিমাথিযার যোষেফ নামে এক ধনী ব্যক্তি জেরুজালেম আসেন। তিনি রাজার অনুমতি নিয়ে যিশুর মৃতদেহ টি সংগ্রহ করেন এবং পাহাড়ের গায়ে একটি নতুন সমাধি গুহা কেটে যিশুর মৃতদেহ সেখানে রেখে দিলেন। এইভাবে ৩০-৩৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আনুমানিক ৩৩ বছর বয়সে যিশু মৃত্যু বরণ করেন। খ্রিস্টান মতে এর তিনদিন পর যিশুর পুনরুত্থান হয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা মনে করেন মৃত্যুর পর যিশুকে চতুর্থ আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছিল। পাশ্চাত্য

চার্চের নিয়মানুসারে প্রতি বছর ২৫শে ডিসেম্বর ক্রিস্টমাস এর মাধ্যমে যিশুর জন্মোৎসব পালিত হয় এবং তাঁর ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা ও পুনরুত্থানকে স্মরণ করা হয় ইস্টার উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে।

শ্রুতি শাস্ত্রে কি যিশুর উল্লেখ আছে?

যখন আমরা কোনো কিছু বিচার করার চেষ্টা করি তখন দরকার পড়ে প্রমাণের, এইজন্য প্রমাণ কে বিচারের মাপকাঠি বলা হয়। এই প্রমাণ প্রধানত তিন প্রকারের হয় যথা - শব্দ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অনুমান প্রমাণ। এদের মধ্যে শব্দ প্রমাণের গুরুত্ব তুলনামূলক ভাবে বেশি এবং বেদ সমূহ এই শব্দ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। বেদের চারটি অংশ মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বেদের আরেক নাম শ্রুতি, কারণ লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে দীর্ঘকাল বেদ ছিল মানুষের স্মৃতিতে বিধৃত। গুরুশিষ্য পরম্পরায় শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেদ আয়ত্ত করা হতো, যেহেতু শোনা বা শ্রুতির মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতো তাই বেদের আরেক নাম শ্রুতি এবং এই কারণে বেদ শ্রুতি শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে মজার বিষয় হল যাদের এই শ্রুতি শাস্ত্র, সেই হিন্দুরা এখানে পয়গম্বর যিশু কে খুঁজে পায় না! কিন্তু কতিপয় মিশনারি ভাইরা ঠিক এখানে পয়গম্বর যিশুকে খুঁজে পেয়েছেন। এই নিয়ে তারা বেশ কিছু প্রমাণ ও যুক্তি সামাজিক আন্তর্জালে ছড়িয়ে রেখেছেন, আসুন এবার এক এক করে এগুলোর সত্যতা যাচায় করা যাক।

যুক্তি

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.২ তে উল্লেখ আছে 'প্রজাপতির্দ্বেবেভ্য আত্মানং যজ্ঞং কৃত্বা প্রায়ছত্তেৎ' অর্থাৎ প্রজাপতি নিজেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করেছিলেন।

যুক্তির সংগত যাচাই

প্রথমত, মিশনারি ভাইরা এখানে তথ্যসূত্রের সংকেত ভুল ভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে তথ্যসূত্রের সংকেত তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.২ নয়, বরং ইহা হবে তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.২.১।

দ্বিতীয়ত, বাস্তবে তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.২.১ তে বলা হচ্ছে -

'প্রজাপতির্দ্বেবেভ্য আত্মানং যজ্ঞং কৃত্বা প্রায়ছত্তেৎন্যোন্যস্মা অগ্রায় নাতিষ্ঠন্ত তানব্রবীদাজিমস্মিন্নিতেতি ত আজিমায়ন্যদাজিমায়মস্তদাজ্যানামাজ্যত্বং'

অনুবাদ - প্রজাপতি নিজেকে উৎসর্গের উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত করেছিলেন, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। অগ্রগণ্যতার হিসাবে ইহা একই সঙ্গে সম্মত হয়নি। তিনি তখন তাদের বলেছিলেন - তোমরা প্রতিযোগিতার দিকে ধাবিত হও। তারা প্রতিযোগিতায় ধাবিত হয়েছিলো (আজিম আয়ন্য)। যেহেতু তারা প্রতিযোগিতায় ধাবিত হয়েছিলো, সেহেতু 'আজ্যা' কে 'আজ্যাস' বলা হয়।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে উল্লেখিত অংশটির সাথে যিশুর ক্রুশবিদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ উক্ত অংশে এটাও বলা হয়েছে প্রজাপতির উৎসর্গ অগ্রগণ্যতার জন্য সম্মত হয়নি, তাই প্রজাপতি প্রতিযোগিতায় ধাবিত হয়েছিলো। এই কারণে প্রজাপতিকে এখানে সংস্কৃত তে 'আজ্যাস' বলা হয়েছে এবং যে দেবতা এখানে উক্ত ক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে তিনি এখানে প্রজাপতি। আর এখানে প্রজাপতি একজন দেবতা নয় বরং ছয়জন দেবতা, কারণ তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.২.৩ তে ইহা উল্লেখ করা হয়েছে - 'চত্বারিসন্তি ষঠ দেবত্যানি'। কাজে উক্ত অংশে প্রজাপতিকে যিশু হিসাবে কল্পনা করা, একটি অলীক কল্পনা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়।

যুক্তি

যিশু হল আসল প্রজাপতি, যিনি জগতের সৃজন কর্তা। ঋগ্বেদ ১০.৯০.১-১৬ তে এই প্রজাপতি কে বলা হয়েছে পুরুষ, যিনি পরিপূর্ণ মানব।

যুক্তির সংগত যাচাই

ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তে এমন একাধিক উদ্ধৃতি আছে যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে উক্ত পুরুষ কোনো ভাবে পয়গম্বর যিশু নয়, যেমন -

১. ঋগ্বেদ ১০.৯০.১ তে বলা হয়েছে 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত' অর্থ্যাৎ পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ আছে। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের কি সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ আছে?

২. ঋগ্বেদ ১০.৯০.২ তে বলা হয়েছে 'পুরুষ এবেদং সর্বং' সেই পুরুষ সর্বব্যাপী। কিন্তু যিশুখ্রিস্ট তো মানুষের ন্যায় দেহধারী, তিনি কিভাবে বিশ্বের প্রতিটি অংশে ব্যাপ্ত হবেন?

৩. ঋগ্বেদ ১০.৯০.৩ তে বলা হয়েছে 'পাদোৎস্য বিশ্বা ভূতানি' অর্থাৎ সমগ্র বিদ্যমান বস্তু তার অংশস্বরূপ। তো সমগ্র বিদ্যমান জিনিস কি যিশুখ্রিস্টের অংশস্বরূপ?

৪. ঋগ্বেদ ১০.৯০.৪ তে বলা হয়েছে 'ত্রিপাদূর্ধব উদৈত পুরুষঃ' অর্থ্যৎ সেই পুরুষ ত্রিপাদ ঊর্ধ্বে উদিত আছেন। যিশুখ্রিস্ট কি সেইভাবে অবস্থান করছেন?

৫. ঋগ্বেদ ১০.৯০.৫ তে বলা হয়েছে 'তস্মাদ্বিরালজায়ত' সেই পুরুষ থেকে সৃষ্টি বীজ সৃষ্টি হয়েছিলো। যিশুখ্রিস্ট কি সৃষ্টির আদি কারণ?

৬. ঋগ্বেদ ১০.৯০.৬ তে বলা হয়েছে 'যত পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত' অর্থাৎ দেবগণ সেই পুরুষকে হবি হিসাবে কল্পনা করে যজ্ঞের বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু যিশুর অনুসারীদের যজ্ঞ করতে দেখা যায় না কেনো?

৭. ঋগ্বেদ ১০.৯০.৭ তে বলা হয়েছে 'তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রতঃ তেন দেবা অয়জন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে' অর্থাৎ দেবগণ সেই পুরুষকে মানস যাগে যজ্ঞ সাধন হিসাবে নিবেদন করে মানস যাগ সম্পাদন করেন। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মাচারে যজ্ঞের নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

৮. ঋগ্বেদ ১০.৯০.৯ তে বলা হয়েছে 'তস্মাদ্যজ্ঞাত সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাত যজুস্তস্মাদজায়ত' অর্থাৎ সেই সর্বভূত যজ্ঞ থেকে ঋক সাম ছন্দঃ এবং যর্জু সকল প্রাদুর্ভূত হল। তাহলে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ থেকে কি ঋক সাম ছন্দঃ ও যর্জু সকল বেদের উৎপত্তি হয়েছে? কিন্তু দেখা যায় যিশুর জন্মের পূর্ব থেকেই বেদের অস্তিত্ব ছিলো।

৯. ঋগ্বেদ ১০.৯০.১২ তে বলা হয়েছে 'ব্রাহ্মণোৎস্য মুখমাসীত বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত' অর্থ্যাৎ সেই পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু যুগল রাজন্য, ঊরু যুগল বৈশ্য ও পদযুগল শূদ্র হল। যা স্পষ্টত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা কে তুলে ধরে, কিন্তু খ্রিস্টান সমাজে বর্ণাশ্রমের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না।

কাজে উক্ত অংশে পুরুষ কে যিশু হিসাবে কল্পনা করা একটি অলীক কল্পনা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়।

যুক্তি

বৈদিক শাস্ত্রের পুরুষের সংজ্ঞা গুলি তখন অর্থবহ হয় যখন তা যিশুর উপরে প্রয়োগ হয়।

(১) যজুর্বেদ ৩২.৪ থেকে উদ্ধৃত 'পূর্বোহ জাতঃ পুরুষ' যার অর্থ যিনি শুরু তে জন্মেছেন। যিশুর কোনো শুরু নেই, তিনি চিরন্তন, বাইবেলে যিশুকে প্রথম জন্মজ বলা হয়েছে।

(২) 'পূর্ণতভদ পুরুষ' অর্থ যিনি পরিপূর্ণ হন তিনি পুরুষ, যা যিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অসম্পূর্ণ, তখন একমাত্র যিশু এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ মানব।

(৩) 'স য়ৎপূর্বোহস্মাৎসর্বস্মাৎসর্বানপাপ্নন ঔষত তস্মাৎপুরুষঃ' অর্থাৎ যিনি পূর্বজ সমস্ত পাপকে দহন করে দেন তিনিই পুরুষ - বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১.৪.১

১নং যুক্তির সংগত যাচাই

প্রথমত, মিশনারি ভাইরা এখানে শুক্ল যজুর্বেদের ভুল উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়ত, শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতার ৩২.১ ও ৩২.৪ মন্ত্র দুটিকে একসঙ্গে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে এখানে কোনো যিশুখ্রিস্টের ভবিষ্যৎবাণী নেই।

শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা ৩২.১ থেকে উদ্ধৃত -

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।

তদেব শুক্রং তদ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতি।।

অনুবাদ - সর্ব্ব্যাপক পরমাত্মায় স্বয়ং প্রকাশিত প্রজাপতি, তিনি সর্ব জগতে প্রকাশদায়ী অগ্নি, সূর্য সাদৃশ্য তেজযুক্ত আদিত্য, ব্যাপক(প্রাণ রূপ) বায়ু, আনন্দময় চন্দ্র, দীপ্তিমান(শুদ্ধ আর পবিত্র) শুক্রে, শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক ব্রহ্ম, সর্ব সমাহিত জল এবং সমস্ত প্রজা জনের পালক।

পরমাত্মাকে এখানে প্রজাপতি, অগ্নি, সূর্য, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্র, শুক্র, ব্রহ্ম, জল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল খ্রিষ্টান ভাইরা কি ইহা মানবে?

শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা ৩২.৪ থেকে উদ্ধৃত -

এষো হ দেবঃ প্রদিশোহনু সর্বাঃ পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।

স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ জনাস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ।।

অনুবাদ - সেই পরমাত্মা সব দিকে উপদিকে, জন্ম নিয়েছে এমন তথা জন্ম নেবার জন্য তৎপর (অভীমাতার গর্ভে স্থিত), সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সং ব্যাপ্ত আছেন। যে জন্ম নিয়েও আবার পুনঃ-পুনঃ (আগেও) জন্ম নেয় এমন, তথা বর্তমানে সর্বত্র পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন।

এখানে বলা হয়েছে পরমাত্মা সর্ব্ব্যাপক, যা বাইবেলে বর্ণিত God এর সাথে সংঘর্ষিক। কারণ বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর কেবল Heaven এ সীমাবদ্ধ, সর্ব্ব্যাপক নয়।

২নং যুক্তির সংগত যাচাই

যিশু কোনোভাবে বেদে উল্লেখিত পুরুষ নয়, ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত থেকে ইহা পূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে।

৩নং যুক্তির সংগত যাচাই

মিশনারি ভাইরা এখানে শুধুমাত্র বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১.৪.১ এর উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন, আপনারা বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১.৪.১ এবং ১.৪.৩ এর উদ্ধৃতি দুটি পুরোটা দেখুন -

বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১.৪.১ থেকে উদ্ধৃত -

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎপুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যত্ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ ততোঽহন্নামাভবত্ । তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতো ঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাঽথান্যন্নাম প্রব্রূতে য়দস্য ভবতি । স য়ৎপূর্বোঽস্মাৎসর্বস্মাৎসর্বান্পাপ্মন ঔষত্ তস্মাৎপুরুষঃ । ওষতি হ বৈ স তং য়োঽস্মাৎপূর্বো বুভূষতি য় এবং বেদ ॥ ১॥

অনুবাদ - এই (পরিদৃশ্যমান জগত) পূর্বে পুরুষ রূপী আত্মরূপে বর্তমান ছিলো। সেই আত্মা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে আপন ব্যতীত আর কিছু

দেখলেন না। তিনি প্রথমে বললেন, 'আমি আছি' (কিংবা এই আমি)। এইরূপে 'অহম' (অর্থাৎ আমি) নাম হল। এই জন্য এখনও লোককে সম্বোধন করলে সে প্রথমে বলে এই আমি। তারপর যদি(তার) অন্য কোন নাম থাকে, তবে সেই নাম বলে থাকে। যেহেতু তিনি এই সমুদয়ের পূর্বে সমুদায় পাপ দগ্ধ করেছিলেন(পূর্ব্বঃ ঔষৎ), সেই জন্য তাহার নাম পুরুষ। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিও সেই ব্যক্তিকে দগ্ধ করেন, যে ব্যক্তি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হতে ইচ্ছা করে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১.৪.৩ থেকে উদ্ধৃত -

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে । স দ্বিতীয়মৈচ্ছত্ স হৈতাবানাস য়থা স্ত্রীপুমা□সৌ সম্পরিষ্বক্তৌ । স ইমমেবাঽঽত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ত্ । ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্ । তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাঽঽহ য়াজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব । তা□ সমভবত্ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৩॥

অনুবাদ - (কিন্তু) তিনি আনন্দ লাভ করলেন না। সেই জন্য কেউ একাকী(থেকে) আনন্দ লাভ করে না। তিনি দ্বিতীয়(এক ব্যক্তিকে লাভ করতে) ইচ্ছা করলেন। স্ত্রী ও পুরুষ সম্পৃক্ত হয়ে থাকলে যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই পরিমাণ ছিলেন। তিনি স্বীয় দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী হল। এই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন - প্রত্যেকে নিজ অর্ধ বিদলের ন্যায়, এই জন্য এই শূন্য স্থান স্ত্রী দ্বারা পূর্ণ

হয়। তিনি সেই পত্নীতে মিথুন ভাবে উপগত হয়েছিলেন। ইহা থেকে মানব সমূহ উৎপন্ন হয়েছিল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনাশশীল অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন সৃষ্টি হয় তেমন ধ্বংস হয়, আবার সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে পুনরায় সৃষ্টি জাত জগতের বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি হয়। যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত জীবের পাপ দগ্ধ হয় এবং তাদের বিনাশ ঘটে। এই প্রলয় ক্রিয়ার কারক পরমাত্মা হবার জন্য পরমাত্মাকে পুরুষ বলা হয়। যিনি এই সত্যের সাথে অবগত বা যিনি এই পুরুষের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠতর হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন - প্রলয় কালে উভয়ের বিনাশ পুরুষ দ্বারা সম্পন্ন হয়, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হলে কোনো জীব জীবিত থাকে না। মিশনারি ভাইদের ধারণা অনুসারে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলো মানুষের পাপকে দগ্ধ করার জন্য, তাই তারা বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১.৪.১ তে পুরুষ বলতে যিশু কে খুঁজে পেয়েছে। তাদের এই ধারণা টি ভ্রান্ত, কারণ এখানে বলা হয়েছে এই উল্লেখিত পুরুষ তার একাকীত্ব দূর করার জন্য নিজ দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করে স্ত্রী ও পুরুষ স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলো এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো, যার ফলে মানব সমূহ উৎপন্ন হয়েছিলো। কিন্তু উক্ত মতটি বাইবেলের সাথে সংঘর্ষিক, এছাড়া যিশু হল চিরকুমার, না তিনি বিবাহ করেছিলেন, না তার কোনো স্ত্রী ছিলো।

যুক্তি

ছান্দোগ্যোপনিষদ ১.৬.৬-৭ অনুসারে এই ব্যক্তি সমস্ত পাপের ঊর্ধ্বে এবং যে তাঁর উপাসনা করে, তাঁকে অনুসরণ করে সেও নিজেকে পাপ থেকে ঊর্ধ্বে রাখে। যিশু পাপীদেরকে তাদের পাপ থেকে বাঁচাতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, একই সময়ে তিনি পাপের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি এই পৃথিবীতে একমাত্র পাপহীন মানুষ। বেদ অনুসারে পুরুষ তথা প্রজাপতির উৎসর্গ হয়েছিলো নিষ্পাপের জন্য যা সম্পূর্ণরূপে পয়গম্বর যিশুর সাথে মিলে যায়।

যুক্তির সংগত যাচাই

সবার প্রথমে ছান্দোগ্যোপনিষদ ১.৬.৬-৮ অবদি দেখে নেওয়া যাক।

ছান্দোগ্যোপনিষদ ১.৬.৬ থেকে উদ্ধৃত -

অথ য় এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণস্বাৎসর্ব এব সুবর্ণঃ ॥৬॥

অনুবাদ - এই যে আদিত্য মণ্ডল মধ্যে স্বর্ণ বর্ণ শ্মশ্রু ও স্বর্ণবর্ণকেশ বিশিষ্ট হিরন্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন, যার নখাগ্র থেকে সমস্তই সুবর্ণ বা স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জল।

ছান্দোগ্যোপনিষদ ১.৬.৭ থেকে উদ্ধৃত -

তস্য য়থা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য় এবং বেদ ॥৭॥

অনুবাদ - সেই পুরুষের চক্ষুর্দ্বয় কপ্যাস অর্থাৎ বানর যে স্থান দ্বারা উপবেশন করে। সেই লাঙ্গুলের নিম্নভাগ যেরূপ সেই রূপ রক্তবর্ণ পুণ্ডরীক বা পদ্মসদৃশ। তার নাম উৎ কারণ এই পুরুষ সমস্ত পাপ থেকে উদিত বা উত্তীর্ণ। যিনি তাকে এইরূপে জানেন, তিনিও সমস্ত পাপ থেকে উত্তীর্ণ হন।

ছান্দোগ্যোপনিষদ ১.৬.৮ থেকে উদ্ধৃত -

তস্যর্ক্চ সাম চ গেষ্ণৌ, তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা। স এষ য়ে চামুষ্মাৎপরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্ ॥৮॥

অনুবাদ - ঋক ও সাম বেদ সেই পুরুষের গেষ্ণ বা পর্ব্বদ্বয়, এই জন্য তিনি উদগীথ অর্থাৎ উদগীথ বিবেচনায় তাকে উপাসনা করা উচিত। গাতা অর্থাৎ গায়ক তার গান করেন বা তার স্তব করেন বলে তাকে উদগাতা নামে অভিহিত করা হয়। এই উৎ নামক পুরুষ আদিত্যের পরবর্তী অর্থাৎ পূর্বজ সমস্ত লোকেদের ও দেবতাদের অভিলাষিত বিষয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ কামনা পূরণ করা বা না করা বিষয়ে প্রভু। তাই অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা বিষয়ক উদগীথ স্বরূপ।

ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্ত অংশের বিষয়বস্তু হল উদগীথোপাসনার বিবরণ এবং এই আধিদৈবিক উপাসনার ফলাফলের কথন। ইহা অতি হাস্যকর বিষয় যে এখানে মিশনারি ভাইরা যিশু অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে।

তারা ভেবেছেন ছান্দোগ্যোপনিষদ ১.৬.৬ তে পরম পুরুষকে স্বর্ণবর্ণের শ্মশ্রু ও স্বর্ণবর্ণের কেশ বিশিষ্ট বলা হয়েছে এবং ছান্দোগ্যোপনিষদ ১.৬.৭ তে সেই পুরুষকে সমস্ত পাপ থেকে উত্তীর্ণ বলা হয়েছে, যারা সাথে যিশুর বেশ কিছু সদৃশ্যতা আছে। এই ভেবে তারা যুক্তি পেশ করলেন, কিন্তু তারা এটা আড়াল করলেন যে এই সুবর্ণ পুরুষের অবস্থান পৃথিবীতে নয়! বরং আদিত্য মণ্ডলের মধ্যে এবং এই পরম পুরুষের নাম 'যিশু' নয়! বরং 'উৎ' কারণ তিনি সমস্ত পাপ থেকে উত্তীর্ণ এবং ইনি উল্লেখিত উদগীথোপাসনা মূল দেবতা। যাকে মিশনারি ভাইরা যিশু হিসাবে কল্পনা করছেন।

এখানে উল্লেখিত সুবর্ণ পুরুষ যে যিশু নয়, তার আরো একটি প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদ ১.৬.৮ থেকে পাওয়া যায়। কারণ এখানে ঋক ও সাম বেদ কে সেই পুরুষের গেষ্ণ বা পর্ব্বদ্বয় বলা হয়েছে। সেই হিসাবে বাইবেল নয়, বরং ঋক ও সাম বেদ বেশী অগ্রগণ্য হয়।

যুক্তি

উৎসর্গিত মানুষটিকে উৎসর্গ স্তম্ভের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ করা হবে (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৭.৩.১) যিশুকে উৎসর্গ স্তম্ভ বা ক্রুশের সাথে পেরেক দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ করা হয়েছিলো।

যুক্তির সংগত যাচাই

শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৭.৩.১ থেকে উদ্ধৃত -

'পশুশ্চ বৈ যূপশ্চ। ন বা ঋতে যূপাতপ ভু মালভন্তে কদা চন তদ্যওথা ন হ বা রতস্মা অগ্রে পশবশ্চক্ষমিরে যদন্ন মভবিষ্যন যথেদ মন্নং ভূতা যথা হৈবায়ং দ্বিপাত পুরুষ উচ্ছিত রবঁ হৈব দ্বিপাদ উচ্ছিতাশ্চেরূঃ'।

অনুবাদ - সেখানে একটি প্রাণী ও উৎসর্গ বেদি উভয় আছে, তাই উৎসর্গ বেদি ছাড়া প্রাণীর উৎসর্গ সম্ভব নয়, তাই ইহা হয়। সেখানে একটি নিখুঁত প্রাণীকে সর্বপ্রথমে নিবেদন করা হয় না, কারণ সে খাদ্য হয়ে উঠে। সেইজন্য ইহা এখন খাদ্য হয়ে উঠবে। যেমন মানুষ দ্বিপদী তাই সে দুই পায়ের সাহায্যে হাঁটে ও খাড়া হতে পারে, তাই মানুষ দুই পা দিয়ে খাড়া হতে পারে এবং দ্বিপদ গমন করে।

ইহা অতি হাস্যকর যুক্তি যে বলিদানের বেদি হল মিশনারি ভাইদের কল্পনাতে পবিত্র ক্রস। যদিও হিন্দু সংস্কারে ক্রস আকারের কোনো বলিদানের বেদি কে পশুবলি জন্য ব্যবহার করা হয় না। শতপথ

ব্রাহ্মণের উক্ত প্রসঙ্গটি পশুবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো মানব বলির উদ্দেশ্য নয়, এখানে উল্লেখিত দ্বিপদী মানুষের প্রসঙ্গটি একটি উপমা বলির জন্য ব্যবহৃত পশু ও বলিদানের বেদি হিসাবে, যেখানে এই দুটি জিনিসকে মানুষের দুই পদের উপমা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

যুক্তি

বেদ অনুসারে উৎসর্গিত মানুষের রক্ত পতিত হবে, যা যিশুর ক্রুশবিদ্ধের সাথে মিলে যায়। উৎসর্গের পরে উৎসর্গিত মানুষটি তার জীবন ফিরে পাবে (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩.৯.২৮) যা যিশুর পুনরুত্থান সাথে মিলে যায়।

যুক্তির সংগত যাচাই

আসুন সবার প্রথমে বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩.৯.২৮ এর পুরো উদ্ধৃতি টি দেখে নেওয়া যাক।

তান্হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ (১) যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ। (২) ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ তস্মাত্তদতৃণ্ণাৎপ্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাঽঽহতাত্। (৩) মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাট□ স্নাব তৎস্থিরম্ । অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা। (৪) যদ্বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ

মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎপ্ররোহতি। (৫) রেতস ইতি মা বোচত জীবতস্তৎপ্রজায়তে ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা প্রেত্য সংভবঃ। (৬) যৎসমূলমাবৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনরাভবেত্ । মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎপ্ররোহতি। (৭) জাত এব ন জায়তে কোন্বেনং জনয়েৎপুনঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণং তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি।।

অনুবাদ - (তখন) যাজ্ঞবল্ক্য তাদের কে প্রশ্ন করলেন - (১) যেমন বনস্পতি বৃক্ষ অর্থাৎ মহান বৃক্ষ পুরুষ ও প্রকৃত পক্ষে তেমনি। তার লোম সমূহ পত্র, তার ত্বক (বৃক্ষের) বাহ্য উৎপাটিকা। (২) পুরুষের ত্বক থেকে রুধির নিস্যন্দিত হয়, বৃক্ষ ত্বক থেকেও নির্য্যাস(নির্গত হয়)। সেই জন্য পুরুষের আহত স্থান থেকেও রুধির নির্গত হয়, যেমন আহত বৃক্ষ থেকে রস বহির্গত হয়। (৩) ইহার মাংস বৃক্ষের 'শকল'; সেই দৃঢ় স্নায়ু (বৃক্ষের) অভ্যন্তরস্থ অস্থি (বৃক্ষের) দারু; মজ্জাকে মজ্জার উপমা করা হয়। (৪) যখন বৃক্ষ কর্তন করা হয়, তখন মূল থেকে পুনঃ নবতর বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু মৃত্যু কর্তৃক মর্ত্য(মানুষ) বিনষ্ট হলে কোন মূল থেকে(পুনরায় সে) উৎপন্ন হয়ে থাকে? (৫) জীব বীজ থেকে (উৎপন্ন হয়) এ প্রকার বল না, কারণ জীবিত পুরুষ থেকে জীব বীজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৃক্ষ বীজ থেকে উৎপন্ন, (সুতরাং) নিশ্চয়ই বৃক্ষের মৃত্যুর পরও তার উৎপত্তি হয়। (৬) বৃক্ষকে যদি সমূলে উৎপাটিত করা যায়, তাহলে ইহার আর উৎপত্তি হবে না। মর্ত্য যখন মৃত্যু কর্তৃক বিনষ্ট হয়, তখন কোন মূল থেকে উৎপন্ন হয়? (৭) (একবার) উৎপন্ন হলে (পুনরায়)

উৎপন্ন হয় না। কে ইহাকে উৎপন্ন করবে? বিজ্ঞান ও আনন্দময় ব্রহ্ম (ইনি)। যে ব্যক্তি(যজ্ঞাদি কর্মে) দান করেন, ব্রহ্ম তাঁহারও পরম গতি এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত এবং ব্রহ্মবিৎ তারও (পরম গতি)।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের উক্ত অংশে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃক্ষের উপমা দিয়ে পরমপুরুষের স্ব-প্রকাশতার ধর্ম ও যজ্ঞাদি কর্মে দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন, কোনো যিশুর ভবিষ্যদ্বাণী করেনি। যেহেতু পরমপুরুষকে এখানে বৃক্ষের উপমা দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে তাই উক্ত অংশে বলা হয়েছে যেমন আহত বৃক্ষ থেকে রস বহির্গত হয়, তেমন পুরুষের আহত স্থান থেকে রুধি নির্গত হয়। কারণ এখানে উল্লেখিত পুরুষ সর্বব্যাপী, তাই বৃক্ষসমূহের মধ্যেও পুরুষ প্রকাশিত হয়। বৃক্ষের কাণ্ডাংশ কেটে ফেললে যেমন নতুন শাখার বিকাশ ঘটে বা বীজ থেকে যেমন নতুন বৃক্ষের জন্ম হয়, কিন্তু বৃক্ষকে সমূলে তুলে ফেললে আর শাখার বিকাশ হয় না বা বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হলে আর নতুন বৃক্ষের জন্ম হয় না। তাই জীবিত পুরুষ থেকে জীব বীজ উৎপন্ন হয়, মৃত পুরুষ থেকে জীব বীজ উৎপন্ন হয় না। এখানে পুরুষ একটি সম্পূর্ণ বৃক্ষ স্বরূপ এবং বিজ্ঞান ও আনন্দময় ব্রহ্ম হল ইহার জীব বীজ বা বৃক্ষের মূল স্বরূপ। তাই বৃক্ষের কাণ্ডাংশ কেটে ফেললেও নতুন শাখার বিকাশ হয় বা জীবের যেমন বিনাশ হয় তেমনি সৃষ্টি হয়। ইহা হল বৃহদারণ্যকোপনিষদের উক্ত অংশের বিষয়বস্তু, যেখানে মিশনারি ভাইরা যিশু ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় আকাশ কুসুম কল্পনায় মত্ত হয়ে আছেন।

অতয়েব সমস্ত যুক্তির সংগত যাচায় করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে যে শ্রুতি শাস্ত্রে পয়গম্বর যিশুর কোনো উল্লেখ নেই।

স্মৃতি শাস্ত্রে কি যিশুর উল্লেখ আছে?

হিন্দুধর্মে শ্রুতি শাস্ত্রের পড়ে মুখ্য প্রামাণিক শাস্ত্র হিসাবে যে শাস্ত্রটি উঠে আসে তা হল স্মৃতি শাস্ত্র। এই কারণে হিন্দুধর্মের প্রামাণিক বিষয় গুলি শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ের উপরে নির্ভরশীল। স্মৃতি শাস্ত্র গুলি ঋষি মুনি দ্বারা প্রণেত, ঋষি মুনিদের এই স্মৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরের মাধ্যমে যে শাস্ত্র বিস্তার লাভ করে তাদের স্মৃতিশাস্ত্র বলা হয়। স্মৃতি শাস্ত্র গুলি বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় গ্রন্থের এক বিশাল সংকলন; বেদাঙ্গ, বেদান্ত, উপবেদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, অর্থশাস্ত্র, কাব্য, ভাষ্য ইত্যাদি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।

মিশনারি ভাইরা শ্রুতি শাস্ত্রে ন্যায় স্মৃতিশাস্ত্র তথা পুরাণেও পয়গম্বর যিশুকে খুঁজে পেয়েছেন। তাদের যুক্তি অনুসারে ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ পর্বের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭-৩৪ নং শ্লোকে পয়গম্বর যিশুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন তাদের এই যুক্তি কতটা সুসংগত? ইহা নির্ণয় করা যাক। ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ পর্বের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭-৩৪ নং শ্লোক থেকে উদ্ধৃত -

গৃহীত্বা যোষিতস্তেষাং পরং হর্ষমুপাযযুঃ ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র শালিবাহনভূপতিঃ ॥ ১৭

বিক্রমাদিত্যপৌত্রশ্চ পিতৃরাজ্যং গৃহীতবান্ ।

জিত্বা শকান্দুরাধর্ষাশ্চীনতৈত্তিরিদেশজান্ ॥ ১৮

বাহ্লীকানকামরূপাংশ্চ রোমজানখুরজাঙ্শ্ঠান্ ।

তেষাং কোশানগৃহীত্বা চ দণ্ডযোগ্যানকারযত্ ॥ ১৯

স্থাপিতা তেন মর্য্যাদা ম্লেচ্ছার্যাণাং পৃথক্পৃথক্ ।

সিন্ধুস্থানমিতি জ্ঞেযং রাষ্ট্রমার্য্যস্য চোত্তমম্ ॥ ২০

ম্লেচ্ছস্থানং পরং সিন্ধোঃ কৃতং তেন মহাত্মনা ।

একদা তু শকাধীশো হিমতুঙ্গং সমাযযৌ ॥ ২১

হূণদেশস্য মধ্যে বৈ গিরিস্থং পুরুষং শুভম্ ।

দদর্শ বলবানরাজা গৌরাঙ্গং শ্বেতবস্ত্রকম্ ॥ ২২

কো ভবানিতি তং প্রাহ স হোবাচ মুদান্বিতঃ ।

ঈশপুত্রং চ মাং বিদ্ধি কুমারীগর্ভসংভবম্ ॥ ২৩

ম্লেচ্ছধর্মত্য বক্তার সত্যব্রতপরাযণম্ ।

ইতি শ্রুত্বা নৃপঃ প্রাহ ধর্মঃ কো ভবতো মতঃ ॥ ২৪

শ্রুত্বোবাচ মহারাজ প্রাপ্তে সত্যস্য সংক্ষযে ।

নির্মর্যাদে ম্লেচ্ছদেশে মসীহোঽহং সমাগতঃ ॥ ২৫

ঈশামসী চ দস্যূনাং প্রাদুর্ভূতা ভযঙ্করী।

তামহং ম্লেচ্ছতঃ প্রাপ্য মসীহত্বমুপাগত ॥ ২৬

ম্লেচ্ছেষু স্থাপিতো ধর্মো মযা তচ্ছৃণু ভূপতে ।

মানসং নির্মলং কৃত্বা মলং দেহে শুভাশুভম্ ॥ ২৭

নৈগমং জপমাস্থায জপেত্ নির্মলং পরম্ ।

ন্যাযেন সত্যবচসা মনসৈক্যেন মানবঃ ॥ ২৮

ধ্যানেন পূজযেদীশং সুর্যমণ্ডলসংস্থিতম্ ।

অচলোঽযং প্রভুঃ সাক্ষাত্তথা সূযোঽচলঃ সদা ।। ২৯

তৎৎদানাং চলভূতানাং কর্ষণঃ স সমন্ততঃ ।

ইতি কৃত্যেন ভূপাত মসীহা বিলগং গতা।। ৩০

ঈশমূর্তির্হৃদি প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী ।

ঈশামসীহ ইতি চ মম নাম প্রতির্ষ্ঠিতম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রুত্বা স ভূপালো নত্বা তং ম্লেচ্ছপূজকম্ ।

স্থাপযামাস তং তত্র ম্লেচ্ছস্থানে হি দারুণে ।। ৩২

স্বরাজ্যং প্রাপ্তবানরাজা হযমেধমচীকরত্ ।

রাজ্যং কৃত্বা স ষষ্ট্যব্দং স্বর্গলোকমুপাযযৌ ॥ ৩৩

স্বর্গতে নৃপতৌ তস্মিন্যথা চাসীত্তথা শৃণু ॥ ৩৪

অনুবাদ :- সেখানে পৌঁছানোর পর তারা খুব আনন্দ করেছিল। একই সময়ে শালিবাহন নামের একজন রাজা, যাকে বিক্রমাদিত্যের নাতি বলা হত, তিনি তার পিতার রাজত্ব নিজের কাছে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই বিজয়ে তিনি দুর্ধর্ষ শক, চীন ও তৈত্তিরি (তাতার) দেশে থাকা বাহ্লীক, কামরূপ, রোম তথা খুর (খোরাসান) রাজাদের পরাজিত করে শাস্তি হিসাবে তাদের ধন কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনি ম্লেচ্ছ এবং আর্যদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর্য রাষ্ট্রের নামকরণ করা হয়েছিল সিন্ধুস্থান (যা বর্তমানে হিন্দুস্তান হিসাবে পরিচিত)। তিনি ম্লেচ্ছদের রাষ্ট্র সিন্ধু নদের অপর পারে স্থাপিত করেছিলেন। একদিন এই শকাধিনায়ক হিমালয়ের একটি টিলায় যাত্রা করেছিলেন। ১৭-২১।

সেখানে হুণ অঞ্চলের একটি পর্বতে তিনি একজন শুভাকাঙ্ক্ষী পুরুষের দর্শন পান। যিনি গৌরবর্ণের শ্বেত বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন। রাজা বললেন আপনি কে? তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন - 'আমি ঈশ্বরের পুত্র, আমি কুমারীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি ম্লেচ্ছ ধর্মের প্রবক্তা এবং সত্য ব্রত পরায়ণ'। এই শুনে রাজা বললেন - ধর্ম সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন - 'মহারাজ! এই ম্লেচ্ছ দেশ যা সত্য হীন

এবং মর্যাদা হীন হয়ে আছে, আমি সেখানে 'মসীহা' হয়ে এসেছি। আমি ঈশামসী দুষ্টদের প্রতি কঠোর, আমি এই 'মসীহা' ম্লেচ্ছদের কাছে থেকে পেয়েছি। হে ভূপতি! আমি এই ম্লেচ্ছদের মধ্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি আপনাকে বলছি শুনুন, দেহ স্থিত শুভ অশুভ গ্রস্ত মনকে নির্মল করে, মানুষ সত্য এবং ন্যায়কে আপন করে, সযত্নে বৈদিক মন্ত্র জপ পূর্বক সূর্য মণ্ডল স্থিত সেই নির্মল পরমেশ্বরের ধ্যান করে পূজা করা উচিত। যেমন সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, ঠিক তেমন তিনিই আবার সূর্য। হে মহারাজ! জীবদেহের নশ্বর তত্ত্ব অতিক্রম করার দরুন সেই মসীহা শেষ হয়ে গেছে, আর তার হৃদয়ে ঈশ্বরের নিত্য শুদ্ধ ও মঙ্গলময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই কারণে আমার নাম 'ঈশামসীহ'।

ইহা শুনে রাজা সেই ম্লেচ্ছ ধর্ম প্রবক্তাকে নমস্কার করলেন এবং তাকে সেই ভয়াবহ ম্লেচ্ছ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তারপর রাজা তার আপন রাজ্যে ফিরে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন এবং ষাট বছর রাজ্য উপভোগ করে স্বর্গে গমন করলেন। রাজার স্বর্গ গমনের পরে কি ঘটলো, সেটা বলছি শোনো। ২২-৩৪।।

মিশনারি ভাইরা এখানে উল্লেখিত ব্যক্তির -

১. শুভাকাঙ্ক্ষী পুরুষ

২. গৌরবর্ণের শ্বেত বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত

৩. ঈশ্বরের পুত্র

৪. কুমারীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ

৫. মসীহা

৬. ঈশামসীহ

নাম ও বৈশিষ্ট্য গুলি বিচারে তাকে পয়গম্বর যিশু ধরে ফেললেন, কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গুলি আদৌও যিশু সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না? তার বিচার করলেন না। সাদা কাপড়ে রক্তের দাগ যেমন বর্ণ সামঞ্জস্য হীনতার দরুন খুব সহজে ধরা পড়ে, ঠিক তেমন এই তথ্য গুলি তার সামঞ্জস্য হীনতার দরুন খুব সহজে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(১) এখানে ঈশা মসীহকে ম্লেচ্ছ ধর্মের প্রবক্তা বলা হয়েছে। ম্লেচ্ছ শব্দের অভিধানিক অর্থ - অনার্য, কদাচারী, যবন, চণ্ডাল, বৈদেশিক জাতি ইত্যাদি। তাই এক কথায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ধর্মের প্রবক্তা হলেন ঈশামসীহ। মিশনারি ভাইরা কি এটা মানবে?

(২) রাজা শালিবাহন ছিলেন শক বংশীয় একজন ভারতীয় রাজা এবং পয়গম্বর যিশু ছিলেন একজন রোমান ধর্মপ্রচারক। যিশুর জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি তিনি কোনোদিন ভারত আসেননি, কিন্তু উক্ত পৌরাণিক উপাখ্যানে বলা হয়েছে রাজা শালিবাহন ঈশামসীহ তথা যিশুর সাথে ভারতের হিমালয়ে অবস্থিত একটি অঞ্চলে সাক্ষাৎ করেন। যা নেহাত একটি আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

(৩) হিন্দু শ্রুতি শাস্ত্র হোক বা স্মৃতি শাস্ত্র, সেগুলি শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এমনকি এখানে উল্লেখিত ভবিষ্যপুরাণও সংস্কৃত ভাষায় রচিত, কিন্তু এখানে উল্লেখিত 'মসীহ' শব্দটি একটি আরবি শব্দ যা মূল সংস্কৃত শ্লোকে বারবার উল্লেখিত হয়েছে।

'নির্মর্যাদে ম্লেচ্ছদেশে মসীহোঽহং সমাগতঃ'

'তামহং ম্লেচ্ছতঃ প্রাপ্য মসীহত্বমুপাগত'

'ইতি কৃত্যেন ভূপাত মসীহা বিলগং গতা'

'ঈশা মসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম'

অতয়েব মূল সংস্কৃত শ্লোকে অপভ্রংশ করার একটি চেষ্টা করা হয়েছে।

(৪) উপাখ্যান অনুসারে এই ঈশামসীহ তথা যিশু বলেন - 'দেহ স্থিত শুভ অশুভ গ্রস্ত মনকে নির্মল করে, মানুষ সত্য এবং ন্যায়কে আপন করে,

সযত্নে বৈদিক মন্ত্র জপ পূর্বক সূর্য মণ্ডল স্থিত সেই নির্মল পরমেশ্বরের ধ্যান করে পূজা করা উচিত'।

অর্থাৎ যিশু এখানে বেদকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, বৈদিক মন্ত্র জপে ঈশ্বরের ধ্যান করে তার উপাসনা করার উপদেশ প্রদান করছেন। যা একদিকে খ্রিস্টান সংস্কার বিরুদ্ধ।

(৫) উপাখ্যান অনুসারে রাজা শালিবাহন, ঈশামসীহ তথা যিশুকে সিন্ধুনদের অপর পারে ম্লেচ্ছ ভূমিতে ম্লেচ্ছ ধর্ম প্রবক্তা হিসাবে প্রতির্ষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু যিশুর জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি তিনি জীবিত অবস্থায় নিজের দেশেই ধর্ম প্রবক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি, উল্টে তার উপরে অপবাদ আরোপ করে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিলো।

(৬) উপাখ্যান অনুসারে রাজা শালিবাহন হলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের নাতি, কিন্তু বাস্তবে রাজা শালিবাহন রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশভূত নয়, বরং তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করে তার সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন।

(৭) এছাড়া যিশুর মৃত্যু হয়েছিলো আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে, কিন্তু শক সাম্রাজ্যের সূচনা হয় আনুমানিক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং বাস্তবিকতা বিচারে দুইজনের মধ্যে সাক্ষাৎকার কোনোভাবে সম্ভব নয়।

উপাখ্যানে মিশনারি ভাইদের মতের পক্ষে যেমন কিছু তথ্য আছে, তেমনি বিপক্ষেও বেশ কিছু তথ্য আছে। কিন্তু উপাখ্যানে এমন দ্বন্দ্ব থাকার কারণ কি? উত্তর - ব্রিটিশ মিশনারিদের শঠতা।

ভারতের বহু ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা ইহা স্বীকার করে থাকেন ভারতের ব্রিটিশ আমলে হিন্দু ধর্মান্তরকে তরান্বিত করার জন্য কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ মিশনারিরা হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে তথ্য সংযোজন করা শুরু করেছিলেন। যাতে তারা ধর্ম সমন্বয়ের আড়ালে কতগুলি ভ্রান্ত ও একতরফা মতের প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ হিন্দুদের বিভ্রান্ত করতে পারেন এবং তাদের ধর্মান্তরকরণের জন্য প্ররোচিত করতে পারেন। এই নব সংযুক্ত তথ্যের দরুন ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ পর্বের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এমন তথ্যগত দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে ব্রিটিশ মিশনারিরা এখানে এমন তথ্য সংযুক্তির চেষ্টা করেছেন তারা ঠিকভাবে সংস্কৃত জানতে না, তাই যে কাজটি করে গেছেন সেটিও নিখুঁত ভাবে করতে পারেননি।

সবশেষে আমি এটাই বলতে চাই এইসব বিতর্কিত প্ররোচিত মত সম্পর্কে সচেতন হন, যাতে এইসব মিশনারি চক্রান্তের সম্মুখীন আপনাদের হতে না হয়। মনে রাখবেন প্রত্যেক খ্রিস্টান ভাই যে অসৎ হবেন এমন নয়, হিন্দুরাও যেমন মানুষ তারাও মানুষ, তাই খ্রিস্টান

ভাইদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন, তবে যারা অসৎ একমাত্র তাদের থেকে সচেতন হন।